এখলাসে নিয়ত
অর্থাৎ নিয়ত সহীহ করা

আল্লাহ তায়ালার হুকুমসমূহ একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য পূরা করা।

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗ اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۪ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ﴾ [البقرة:١١٢]

এক জায়গায় এরশাদ আছে,—হাঁ, যে ব্যক্তি আপন চেহারা আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে ঝুকাইয়া দিয়াছে এবং সে মুখলেসও বটে, এমন ব্যক্তি তাহার বিনিময় আপন রবের নিকট লাভ করে। এমন লোকদের না কোন ভয় হইবে আর না তাহারা চিন্তিত হইবে। (বাকারা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللّٰهِ﴾ [البقرة:٢٧٢]

এক জায়গায় এরশাদ আছে,—এবং আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্যই খরচ কর। (বাকারা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهٖ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يُّرِدْ ثَوَابَ الْاٰخِرَةِ نُؤْتِهٖ مِنْهَا ؕ وَسَنَجْزِى الشّٰكِرِيْنَ﴾ [آل عمران:١٤٥]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নিজ আমলের বদলা চাহিবে তাহাকে দুনিয়াতেই দিয়া দিব (আর আখেরাতে তাহার জন্য কোন অংশ থাকিবে না।) আর যে ব্যক্তি আখেরাতের বদলা চাহিবে আমি

তাহাকে আখেরাতের সওয়াব দান করিব (এবং দুনিয়াতেও দিব)। আমি অতি শীঘ্র শোকরগুজারদেরকে বদলা দিব। অর্থাৎ ঐ সব লোককে অতি শীঘ্র বদলা দিব যাহারা আখেরাতের সওয়াবের নিয়তে আমল করে। (আলি ইমরান)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَمَآ اَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ﴾ [الشعراء:١٤٥]

হযরত সালেহ (আঃ) নিজ কওমকে বলিয়াছেন,—আমি তোমাদের নিকট এই তবলীগের জন্য কোন বদলা চাই না। আমার বদলা তো রাব্বুল আলামীনেরই জিম্মায়। (শু'আরা)

وقَال تَعَالٰى: ﴿وَمَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ﴾ [الروم:٣٩]

এক জায়গায় এরশাদ আছে,—আর যে সদকা শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দিয়া থাক ; যাহারা এইরূপ করে তাহারা নিজেদের সম্পদ ও সওয়াব বৃদ্ধিকারী। (রূম)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿وَادْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ﴾ [الأعراف:٢٩]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ,—এবং একমাত্র তাহারই এবাদত কর এবং তাহাকেই ডাক। (আ'রাফ)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ﴾ [الحج:٣٧]

এক জায়গায় এরশাদ আছে,—আল্লাহ তায়ালার নিকট না ঐসব কুরবানীর গোশত পৌঁছে আর না ঐগুলির রক্ত। বরং তাঁহার নিকট তো তোমাদের পরহেজগারী পৌঁছে। অর্থাৎ তাঁহার ঐখানে তো তোমাদের মনের জযবা দেখা হয়। (হজ্জ)

হাদীস শরীফ

١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اِنَّ اللّٰهَ لَا يَنْظُرُ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَاَمْوَالِكُمْ، وَلٰكِنْ يَنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ.

رواه مسلم، باب تحريم ظلم المسلم . . . .، رقم:٦٥٤٣

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের বাহ্যিক আকার–আকৃতি এবং তোমাদের ধনসম্পদ দেখেন না ; বরং তোমাদের দিল ও তোমাদের আমল দেখেন। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার নিকট সন্তুষ্টির ফয়সালা তোমাদের বাহ্যিক ছুরত ও তোমাদের মালসম্পদের ভিত্তিতে হইবে না ; বরং তোমাদের দিল ও আমল দেখিয়া হইবে অর্থাৎ দিলের মধ্যে কি পরিমাণ এখলাস ছিল।

٢- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلٰى دُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، فَهِجْرَتُهُ إِلٰى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. رواه البخارى، باب النية فى الإيمان، رقم:٦٦٨٩

২. হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, সমস্ত আমলের ভিত্তি নিয়তের উপরেই। আর মানুষ উহাই পাইবে যাহার সে নিয়ত করিয়া থাকিবে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূলের জন্য হিজরত করিল অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহার রাসূলের সন্তুষ্টি ছাড়া তাহার হিজরতের অন্য কোন কারণ ছিল না তবে তাহার হিজরত আল্লাহ তায়ালা ও তাঁহারা রাসূলের জন্যই হইবে। অর্থাৎ এই হিজরতের জন্য সে সওয়াব পাইবে। আর যে ব্যক্তি কোন দুনিয়াবী স্বার্থ অথবা কোন নারীকে বিবাহ করিবার জন্য হিজরত করিল (তাহার হিজরত আল্লাহ তায়ালা ও তাহার রাসূলের জন্য হইবে না, বরং) অন্য যে উদ্দেশ্য ও নিয়তে সে হিজরত করিয়াছে, (আল্লাহ তায়ালার নিকটেও) তাহার হিজরত ঐ উদ্দেশ্যের জন্যই সাব্যস্ত হইবে। (বোখারী)

٣- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّمَا يُبْعَثُ النَّاسُ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ. رواه ابن ماجه، باب النية، رقم:٤٢٢٩

৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (কেয়ামতের দিন) লোকদেরকে তাহাদের নিয়ত অনুযায়ী উঠানো হইবে। অর্থাৎ প্রত্যেকের

সঙ্গে তাহার নিয়ত অনুযায়ী ব্যবহার করা হইবে। (ইবনে মাজা)

٤- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَغْزُوْ جَيْشٌ الْكَعْبَةَ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! كَيْفَ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ وَفِيْهِمْ أَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ، ثُمَّ يُبْعَثُوْنَ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ. رواه البخاري، باب ما ذكر في الأسواق، رقم: ٢١١٨

৪. হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন এক বাহিনী কা'বা ঘরের উপর আক্রমণ করিবার নিয়তে বাহির হইবে। যখন তাহারা একটি মরু প্রান্তরে পৌঁছিবে তখন তাহাদেরকে জমিনে ধসাইয়া দেওয়া হইবে। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সকলকে কিভাবে ধসাইয়া দেওয়া হইবে! অথচ সেখানে বাজারের লোকজনও থাকিবে এবং ঐসব লোকও থাকিবে যাহারা এই বাহিনীতে শরীক হইবে না? তিনি এরশাদ করিলেন, সকলকেই ধসাইয়া দেওয়া হইবে। অতঃপর নিজ নিজ নিয়ত অনুযায়ী তাহাদের হাশর হইবে। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন তাহাদের নিয়ত অনুযায়ী তাহাদের সহিত আচরণ করা হইবে। (বোখারী)

٥- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: لَقَدْ تَرَكْتُمْ بِالْمَدِيْنَةِ أَقْوَامًا مَا سِرْتُمْ مَسِيْرًا، وَلَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ، وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلَّا وَهُمْ مَعَكُمْ فِيْهِ، قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَكَيْفَ يَكُوْنُوْنَ مَعَنَا وَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ؟ قَالَ: حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ. رواه أبوداود، باب الرخصة في القعود من العذر، رقم: ٢٥٠٨

৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা মদীনায় এমন কিছু লোক রাখিয়া আসিয়াছ, তোমরা যে পথেই চলিয়াছ, যাহা কিছুই তোমরা খরচ করিয়াছ, যে কোন পাহাড়ী এলাকাই তোমরা অতিক্রম করিয়াছ—তাহারা ঐ সমস্ত আমলের (বিনিময় ও সওয়াবের) মধ্যে তোমাদের সহিত শরীক রহিয়াছে। সাহাবীগণ (রাযিঃ) আরজ

করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহারা কিভাবে আমাদের সহিত শরীক রহিল অথচ তাহারা মদীনায় রহিয়াছে? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, (তোমাদের সহিত তাহাদের বাহির হইবার নিয়ত ছিল ; কিন্তু) ওজর—অপারগতা তাহাদিগকে বাধা দিয়াছে। (আবু দাউদ)

ফায়দা ঃ হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, যদি মানুষ কোন আমল করার নিয়ত করিয়া লয়, অতঃপর ওজরবশতঃ সে আমল করিতে না পারে, তবুও আমলের সওয়াব পায়। (বজলুল মজহুদ)

٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَرْوِيْ عَنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ قَالَ: إِنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ، فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هَمَّ بِهَا وَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ إِلٰى أَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ، وَمَنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ لَهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً. رواه البخاري، باب من همّ بحسنة أو بسيئة، رقم: ٦٤٩١

৬. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা নেকী ও বদী সম্পর্কে একটি ফয়সালা ফেরেশতাদিগকে লিখাইয়া দিয়াছেন। অতঃপর ইহার ব্যাখ্যা এইরূপ বয়ান করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি নেক কাজের ইচ্ছা করিল, অতঃপর (কোন কারণে) করিতে পারিল না, তাহার জন্য আল্লাহ তায়ালা পূর্ণ একটি নেকী লিখিয়া দেন। আর যদি ইচ্ছা করিবার পর ঐ নেক কাজটি করিয়া লয় তবে তাহার জন্য দশ নেকী হইতে সাতশত পর্যন্ত বরং উহা হইতেও বেশী কয়েক গুণ পর্যন্ত লিখিয়া দেন। যে ব্যক্তি কোন গুনাহের ইচ্ছা করে অতঃপর উহা হইতে বিরত হইয়া যায় আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য একটি পূর্ণ নেকী লিখিয়া দেন। (কেননা তাহার গুনাহ হইতে বিরত হওয়া আল্লাহ তায়ালার ভয়ের কারণে হইয়াছে।) আর যদি ইচ্ছা করিবার পর সেই গুনাহ করিয়া ফেলে, তবে আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য একটি গুনাহ(ই) লিখেন। (বোখারী)

٧- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِىْ يَدِ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُوْنَ: تُصُدِّقَ عَلٰى سَارِقٍ فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِىْ يَدِ زَانِيَةٍ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُوْنَ: تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلٰى زَانِيَةٍ، فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، عَلٰى زَانِيَةٍ، لَأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ فَوَضَعَهَا فِىْ يَدِ غَنِيٍّ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُوْنَ: تُصُدِّقَ عَلٰى غَنِيٍّ، فَقَالَ: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلٰى سَارِقٍ، وَعَلٰى زَانِيَةٍ، وَعَلٰى غَنِيٍّ، فَأُتِىَ، فَقِيْلَ لَهُ: أَمَّا صَدَقَتُكَ عَلٰى سَارِقٍ، فَلَعَلَّهُ أَنْ يَسْتَعِفَّ عَنْ سَرِقَتِهِ، وَأَمَّا الزَّانِيَةُ فَلَعَلَّهَا أَنْ تَسْتَعِفَّ عَنْ زِنَاهَا، وَأَمَّا الْغَنِىُّ فَلَعَلَّهُ أَنْ يَعْتَبِرَ فَيُنْفِقَ مِمَّا أَعْطَاهُ اللّٰهُ. رواه البخارى، باب إذا تصدق على غنىّ....، رقم:١٤٢١

৭. হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, (বনী ইসরাঈলের) এক ব্যক্তি (মনে মনে) বলিল, আমি আজ (রাতে গোপনে) সদকা করিব। সুতরাং (রাতে গোপনে সদকার মাল লইয়া বাহির হইল এবং অজ্ঞাতসারে) এক চোরের হাতে দিয়া দিল। সকালে লোকজনের মধ্যে আলোচনা হইল (যে, রাত্রে) চোরকে সদকা দেওয়া হইয়াছে। সদকা দানকারী বলিল, হে আল্লাহ! (চোরকে সদকা দেওয়ার মধ্যেও) আপনার জন্যই প্রশংসা। (কেননা, তাহার অপেক্ষা আরও বেশী খারাপ মানুষকে যদি দেওয়া হইত তবে আমি কি করিতে পারিতাম। অতঃপর সে দৃঢ়সংকল্প করিল যে, আজ রাত্রে(ও) অবশ্যই আমি সদকা করিব। (কেননা, পূর্বের সদকা তো নষ্ট হইয়া গিয়াছে) সুতরাং রাত্রে সদকার মাল লইয়া বাহির হইল এবং (অজ্ঞাতসারে) সদকা একজন ব্যভিচারিণী মেয়েলোককে দিয়া দিল। সকালে আলোচনা হইল যে, আজ রাত্রে ব্যভিচারিণী মেয়েলোককে সদকা দেওয়া হইয়াছে। সে বলিল, হে আল্লাহ! ব্যভিচারিণী মেয়েলোককে সদকা দেওয়ার মধ্যেও আপনার জন্য প্রশংসা। (কেননা, আমার মাল তো এই উপযুক্তও ছিল না।) অতঃপর (তৃতীয় বার) ইচ্ছা করিল যে, আজ রাত্রে অবশ্যই সদকা করিব। অতএব, রাত্রে

সদকার মাল লইয়া বাহির হইল এবং উহা একজন ধনী ব্যক্তির হাতে দিয়া দিল। সকালে আলোচনা হইল যে, রাত্রে একজন ধনী ব্যক্তিকে সদকা দেওয়া হইয়াছে। সদকা দানকারী বলিল, হে আল্লাহ! চোর, ব্যভিচারিণী মেয়েলোক ও ধনী ব্যক্তিকে সদকা দেওয়ার উপর আপনারই প্রশংসা। (কেননা, আমার মাল তো এইরূপ লোকদেরকে দেওয়ার উপযুক্তও ছিল না।) স্বপ্নে বলিয়া দেওয়া হইল যে, (তোমার সদকা কবূল হইয়া গিয়াছে।) তোমার সদকা চোরের উপর এইজন্য করানো হইয়াছে যে, হইতে পারে সে চুরির অভ্যাস হইতে তওবা করিয়া লইবে, ব্যভিচারিণী মেয়েলোকের উপর এইজন্য যে, হইতে পারে সে ব্যভিচার হইতে তওবা করিয়া লইবে (যখন সে দেখিবে যে, ব্যভিচার ছাড়াও আল্লাহ তায়ালা দান করেন, তখন তাহার অনুভূতি আসিবে) আর ধনীর উপর এইজন্য, যাহাতে সে শিক্ষা লাভ করে (যে, আল্লাহ তায়ালার বান্দারা কিরূপে গোপনে সদকা করে ; এই কারণে) হইতে পারে সেও ঐ সমস্ত মাল হইতে যাহা আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দান করিয়াছেন আল্লাহ তায়ালার পথে) খরচ করিতে আরম্ভ করিবে। (বোখারী)

ফায়দা ঃ এই ব্যক্তির এখলাসের কারণে তিনটি সদকাই আল্লাহ তায়ালা কবুল করিয়া নিয়াছেন।

٨- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: انْطَلَقَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَتّٰى أَوَوُا الْمَبِيْتَ إِلٰى غَارٍ فَدَخَلُوْهُ، فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهَا الْغَارَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ لَا يُنْجِيْكُمْ مِنْ هٰذِهِ الصَّخْرَةِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوا اللّٰهَ بِصَالِحِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: اَللّٰهُمَّ! كَانَ لِىْ أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ، وَكُنْتُ لَا أَغْبِقُ قَبْلَهُمَا أَهْلًا وَلَا مَالًا، فَنَأَى بِىْ فِىْ طَلَبِ شَىْءٍ يَوْمًا فَلَمْ أُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتّٰى نَامَا، فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوْقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَغْبِقَ قَبْلَهُمَا أَهْلًا أَوْ مَالًا، فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلٰى يَدَىَّ أَنْتَظِرُ اسْتِيْقَاظَهُمَا حَتّٰى بَرَقَ الْفَجْرُ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوْقَهُمَا، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هٰذِهِ الصَّخْرَةِ، فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوْجَ، قَالَ النَّبِىُّ ﷺ: وَقَالَ الْآخَرُ: اَللّٰهُمَّ!

كَانَتْ لِىْ بِنْتُ عَمٍّ، كَانَتْ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ فَأَرَدْتُهَا عَنْ نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ مِنِّىْ حَتّٰى أَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِيْنَ، فَجَاءَتْنِىْ فَأَعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ دِيْنَارٍ عَلٰى أَنْ تُخَلِّيَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ، حَتّٰى إِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَالَتْ: لَا أُحِلُّ لَكَ أَنْ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلَّا بِحَقِّهِ، فَتَحَرَّجْتُ مِنَ الْوُقُوْعِ عَلَيْهَا فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِيَ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِىْ أَعْطَيْتُهَا، اَللّٰهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ أَنَّهُمْ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوْجَ مِنْهَا، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَقَالَ الثَّالِثُ: اَللّٰهُمَّ! إِنِّى اسْتَأْجَرْتُ أُجَرَاءَ، فَأَعْطَيْتُهُمْ أَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، تَرَكَ الَّذِىْ لَهُ وَذَهَبَ، فَثَمَّرْتُ أَجْرَهُ حَتّٰى كَثُرَتْ مِنْهُ الْأَمْوَالُ، فَجَاءَنِىْ بَعْدَ حِيْنٍ فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللّٰهِ! أَدِّ إِلَيَّ أَجْرِىْ، فَقُلْتُ لَهُ: كُلُّ مَا تَرٰى مِنْ أَجْرِكَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيْقِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللّٰهِ! لَا تَسْتَهْزِئْ بِىْ، فَقُلْتُ: إِنِّىْ لَا أَسْتَهْزِئُ بِكَ، فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، اَللّٰهُمَّ! فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ، فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوْا يَمْشُوْنَ. رواه البخارى، باب من استاجر أجيرا فترك أجره....، رقم:٢٢٧٢

৮. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, তোমাদের পূর্ববর্তী কোন উম্মতের তিন ব্যক্তি (এক সঙ্গে সফরে) বাহির হইল, (চলিতে চলিতে রাত্র হইয়া গেল) তখন রাত্রি যাপনের জন্য এক গুহায় প্রবেশ করিল। এই সময় পাহাড় হইতে একটি বিরাট পাথর আসিয়া পড়িল এবং গুহার মুখ বন্ধ করিয়া দিল। (ইহা দেখিয়া) তাহারা বলিল, এই পাথর হইতে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হইল সকলেই নিজ নিজ নেক আমলের ওসীলায় আল্লাহ তায়ালার নিকট দোয়া কর। (অতএব তাহারা নিজ নিজ আমলের ওসীলায় দোয়া করিল।) তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি বলিল, হে আল্লাহ! (আপনি জানেন) আমার বৃদ্ধ

পিতামাতা ছিল। আমি তাহাদিগকে দুধ পান করাইবার পূর্বে আমার স্ত্রী সন্তান ও গোলাম বাঁদীকে দুধপান করাইতাম না। একদিন কোন একটি জিনিসের তালাশে আমাকে অনেক দূরে যাইতে হইল। ফিরিয়া আসিতে আসিতে আমার পিতামাতা ঘুমাইয়া পড়িলেন। (তবুও) আমি তাহাদের জন্য সন্ধ্যার দুধ দোহাইয়াছি এবং দুধ পাত্রে লইয়া তাহাদের খেদমতে হাজির হইয়াছি, তখন দেখিলাম তাহারা (তখনও) ঘুমাইতেছেন। তাহাদিগকে জাগ্রত করা পছন্দ হইল না এবং তাহাদিগকে দুধপান করানোর পূর্বে স্ত্রী সন্তান ও গোলাম বাঁদীকে পান করাইতেও চাহিলাম না। অতএব দুধের পেয়ালা হাতে লইয়া তাহাদের শিয়রে দাঁড়াইয়া তাহাদের জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। এইভাবে ফজর হইয়া গেল। অতঃপর তাহারা জাগ্রত হইলেন (আমি তাহাদিগকে দুধ দিলাম) তখন তাহারা নিজেদের সন্ধ্যার অংশের দুধপান করিলেন। হে আল্লাহ! যদি এই কাজ শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্য করিয়া থাকি তবে এই পাথরের কারণে আমরা যে বিপদে আটকাইয়া আছি উহা হইতে আমাদিগকে নাজাত দান করুন। এই দোয়ার ফলে পাথর কিছুটা সরিয়া গেল কিন্তু বাহিরে আসা সম্ভব হইল না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি দোয়া করিল, আয় আল্লাহ, আমার এক চাচাত বোন ছিল, যে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় ছিল। আমি (একবার) তাহার সহিত আমার মনের খাহেশ মিটাইবার ইচ্ছা করিলাম, কিন্তু সে রাজী হইল না। অবশেষে এমন এক সময় আসিল যে, দুর্ভিক্ষ তাহাকে (আমার নিকট) আসিতে বাধ্য করিল। আমি তাহাকে এই শর্তে একশত বিশ দীনার দিলাম যে, সে নির্জনে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। সে রাজী হইয়া গেল। যখন আমি তাহাকে নিজের আয়ত্বে পাইলাম (এবং নিজের খাহেশ পূর্ণ করিতে উদ্যত হইলাম।) এমন সময় সে বলিল, আমি তোমার জন্য ইহা হালাল মনে করি না যে, তুমি এই মোহরকে অন্যায়ভাবে ভাঙ্গ। (ইহা শুনিয়া) আমি নিজের খারাপ এরাদা হইতে বিরত হইয়া গেলাম এবং তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া গেলাম। অথচ তাহার প্রতি আমার যথেষ্ট মহব্বত ছিল এবং আমি সেই স্বর্ণের দীনারও ছাড়িয়া দিলাম, যাহা তাহাকে দিয়াছিলাম। আয় আল্লাহ, যদি আমি এই কাজ আপনার সন্তুষ্টির জন্য করিয়া থাকি তবে আমাদের এই মুসীবতকে দূর করিয়া দিন। সুতরাং সেই পাথর আরো কিছুটা সরিয়া গেল, কিন্তু (তারপরও) বাহির হওয়া সম্ভব হইল না।

তৃতীয় ব্যক্তি দোয়া করিল, আয় আল্লাহ, আমি কিছু মজদুর কাজের জন্য রাখিয়াছিলাম। সকলকে আমি মজুরী দিয়াছি, শুধু একজন নিজের মজুরী না লইয়াই চলিয়া গিয়াছিল। আমি তাহার মজুরীর পয়সা ব্যবসায় লাগাইয়া দিলাম। যাহাতে মাল বৃদ্ধি পাইয়া অনেক হইয়া গেল। কিছুদিন পর সে একদিন আসিয়া বলিল, হে আল্লাহর বান্দা! আমাকে আমার মজুরী দিয়া দাও। আমি বলিলাম, এই উট, গরু, বকরী ও গোলাম, যাহা তুমি দেখিতেছ সবই তোমার মজুরী। অর্থাৎ তোমার মজুরী ব্যবসায় খাটাইয়া এই মুনাফা অর্জিত হইয়াছে। সে বলিল, হে আল্লাহর বান্দা, ঠাট্টা করিও না। আমি বলিলাম, ঠাট্টা করিতেছি না। (সত্যই বলিতেছি।) অতএব (ঘটনা খুলিয়া বলার পর) সে সমুদয় মাল লইয়া গেল। কিছুই ছাড়িল না। আয় আল্লাহ, যদি আমি এই কাজ শুধু আপনার সন্তুষ্টির জন্য করিয়া থাকি তবে এই মুসীবত যাহাতে আমরা আটকা পড়িয়াছি দূর করিয়া দিন। সুতরাং সেই পাথর সম্পূর্ণ সরিয়া গেল (এবং গুহার মুখ খুলিয়া গেল)। আর তাহারা সকলে বাহির হইয়া আসিল। (বোখারী)

৯- عَنْ أَبِي كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: ثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ، قَالَ: مَا نَقَصَ مَالُ عَبْدٍ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا ظُلِمَ عَبْدٌ مَظْلَمَةً صَبَرَ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللّٰهُ عِزًّا، وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ مَسْئَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ -أَوْ كَلِمَةٍ نَحْوَهَا- وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا فَاحْفَظُوْهُ، قَالَ: إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهُوَ يَتَّقِيْ رَبَّهُ فِيْهِ وَيَصِلُ بِهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا فَهٰذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ، يَقُوْلُ: لَوْ أَنَّ لِيْ مَالًا لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللّٰهُ مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا فَهُوَ يَخْبِطُ فِيْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا يَتَّقِيْ فِيْهِ رَبَّهُ وَلَا يَصِلُ فِيْهِ رَحِمَهُ وَلَا يَعْلَمُ لِلّٰهِ فِيْهِ حَقًّا فَهٰذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللّٰهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُوْلُ: لَوْ أَنَّ لِيْ مَالًا لَعَمِلْتُ فِيْهِ بِعَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ بِنِيَّتِهِ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ. رواه الترمذي

وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر، رقم: ٢٣٢٥

৯. হযরত আবু কাবশাহ আনসারী (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছেন যে, আমি কসম খাইয়া তিনটি জিনিস বর্ণনা করিতেছি এবং উহার পর একটি কথা বিশেষভাবে তোমাদিগকে বলিব। উহা ভালভাবে স্মরণ রাখিও। (তিনটি কথা যাহার উপর আমি কসম খাইতেছি, তন্মধ্যে প্রথমটি এই যে,) সদকা করার দ্বারা কোন বান্দার মাল কম হয় না। (দ্বিতীয় এই যে,) যাহার উপর জুলুম করা হয় এবং সে উহার উপর সবর করে আল্লাহ তায়ালা এই সবরের কারণে তাহার সম্মান বৃদ্ধি করিয়া দেন। (তৃতীয় এই যে,) যে ব্যক্তি লোকদের নিকট ভিক্ষার দরজা খুলে আল্লাহ তায়ালা তাহার উপর অভাবের দরজা খুলিয়া দেন। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, একটি কথা তোমাদিগকে বলিতেছি উহা স্মরণ রাখিও। দুনিয়াতে চার প্রকারের মানুষ হয়। এক—ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা মাল ও এলেম দান করিয়াছেন। সে (আপন এলেমের কারণে) নিজের মালের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে। (অর্থাৎ তাঁহার মর্জির খেলাপ খরচ করে না, বরং) আত্মীয়তা রক্ষা(য় খরচ) করে এবং সে ইহাও জানে যে, এই মালের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার হক রহিয়াছে (কাজেই নেক কাজে মাল খরচ করে)। এই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন সর্বোত্তম মর্তবায় অবস্থান করিবে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা এলেম দান করিয়াছেন, কিন্তু মাল দেন নাই। সে খাঁটি নিয়ত রাখে এবং এই আকাঙ্খা করে যে, যদি আমার নিকট মাল থাকিত তবে আমিও অমুকের মত (নেক কাজে) খরচ করিতাম। (আল্লাহ তায়ালা) তাহার নিয়তের কারণে (তাহাকেও প্রথম ব্যক্তির ন্যায় একই সওয়াব দান করেন।) এইভাবে তাহাদের উভয়ের সওয়াব সমান সমান হইয়া যায়। তৃতীয় ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা মাল দিয়াছেন, কিন্তু এলেম দান করেন নাই। সে এলেম না থাকার দরুন নিজের মালের মধ্যে গোলমাল করে। (অপাত্রে খরচ করে।) না সে এই মালের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করে, না আত্মীয়তা রক্ষা করে। আর না ইহা জানে যে, এই মালের মধ্যে আল্লাহ তায়ালার হক রহিয়াছে। এই ব্যক্তি কেয়ামতের দিন নিকৃষ্টতম মর্তবায় থাকিবে। চতুর্থ ঐ ব্যক্তি যাহাকে আল্লাহ তায়ালা না মাল দিয়াছেন, না এলেম দিয়াছেন। সে এই আকাঙ্খা করে যে, যদি আমার নিকট মাল থাকিত তবে আমিও অমুকের অর্থাৎ তৃতীয় ব্যক্তির ন্যায় (অপাত্রে খরচ) করিতাম। এই নিয়তের কারণে তাহার গুনাহ হয় এবং তাহার ও তৃতীয় ব্যক্তির গুনাহ সমান সমান হইয়া যায়। অর্থাৎ ভাল

অথবা মন্দ নিয়ত অনুপাতে সওয়াব ও গুনাহ হয় যেমন ভাল অথবা মন্দ আমলের উপর হইয়া থাকে। (তিরমিযী)

١٠- عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ إِلٰى عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنِ اكْتُبِيْ إِلَيَّ كِتَابًا تُوْصِيْنِيْ فِيْهِ وَلَا تُكْثِرِيْ عَلَيَّ، قَالَ: فَكَتَبَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا إِلٰى مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ: سَلَامٌ عَلَيْكَ، أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: "مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللّٰهِ بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللّٰهُ مُؤْنَةَ النَّاسِ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللّٰهِ وَكَلَهُ اللّٰهُ إِلَى النَّاسِ" وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ. رواه الترمذي، باب منه عاقبة من التمس رضا الناس ....، رقم:٢٤١٤

১০. মদীনা মুনাওয়ারার এক ব্যক্তি বলেন, হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) হযরত আয়েশা (রাযিঃ)এর নিকট চিঠি লিখিলেন যে, আপনি আমাকে কোন নসীহত লিখিয়া পাঠান যাহা সংক্ষিপ্ত হয়, দীর্ঘ না হয়। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) সালামে মাসনূন ও হামদ ও সালাতের পর লিখিলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশদা করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি লোকদের অসন্তুষ্টির চিন্তা ছাড়িয়া আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির তালাশে লাগিয়া থাকে আল্লাহ তায়ালা মানুষের অসন্তুষ্টির ক্ষতি হইতে তাহাকে বাঁচাইয়া দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির চিন্তা ছাড়িয়া দিয়া মানুষকে সন্তুষ্ট করার পিছনে লাগিয়া থাকে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে মানুষের সোপর্দ করিয়া দেন। ওয়াসসালামু আলাইকা। (তিরমিযী)

١١- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا كَانَ لَهُ خَالِصًا وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُهُ.

رواه النسائي، باب من غزا يلتمس الأجر والذكر، رقم:٣١٤٢

১১. হযরত আবু উমামাহ বাহেলী (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা সমস্ত আমলের মধ্য হইতে শুধু সেই আমলকেই কবুল করেন যাহা খালেসভাবে তাঁহারই জন্য হয় এবং উহাতে শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিই উদ্দেশ্য হয়। (নাসাঈ)

١٢- عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا يَنْصُرُ اللّٰهُ هٰذِهِ الْأُمَّةَ بِضَعِيْفِهَا، بِدَعْوَتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَإِخْلَاصِهِمْ. رواه النسائي، باب الإستنصار بالضعيف، رقم:٣١٨٠

১২. হযরত সা'দ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতের সাহায্য (তাহার যোগ্যতার ভিত্তিতে করেন না, বরং) দুর্বল ও ভগ্নাবস্থাপন্ন লোকদের দোয়া, নামায এবং তাহাদের এখলাসের কারণে করেন।(নাসাঈ)

١٣- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَتٰى فِرَاشَهُ وَهُوَ يَنْوِيْ أَنْ يَقُوْمَ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ حَتّٰى أَصْبَحَ، كُتِبَ لَهُ مَا نَوٰى، وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةً عَلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ عَزَّوَجَلَّ.

رواه النسائي، باب من أتى فراشه ....، رقم:١٧٨٨

১৩. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি (ঘুমাইবার জন্য) নিজের বিছানায় আসে এবং তাহার নিয়ত এই হয় যে, রাত্রে উঠিয়া তাহাজ্জুদ পড়িব। কিন্তু ঘুম প্রবল হওয়ার কারণে সকালেই চোখ খুলে। তাহার জন্য তাহাজ্জুদের সওয়াব লিখিয়া দেওয়া হয় এবং তাহার ঘুম তাহার রবের পক্ষ হইতে তাহার জন্য দানস্বরূপ হয়। (নাসাঈ)

١٤- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، فَرَّقَ اللّٰهُ عَلَيْهِ أَمْرَهُ وَجَعَلَ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ، وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَّتَهُ، جَمَعَ اللّٰهُ لَهُ أَمْرَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِيْ قَلْبِهِ، وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ.

رواه ابن ماجه، باب الهم بالدنيا، رقم:٤١٠٥

১৪. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, দুনিয়া যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য হইয়া যায় আল্লাহ তায়ালা তাহার সমস্ত কাজকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেন। অর্থাৎ প্রত্যেক কাজে তাহাকে পেরেশান করিয়া দেন। অভাব (এর ভয়) তাহার চোখের সামনে করিয়া দেন এবং দুনিয়া হইতে সে ঐটুকুই পায় যেটুকু তাহার জন্য পূর্ব হইতে নির্ধারিত

ছিল। আর যে ব্যক্তির নিয়ত আখেরাত হয় আল্লাহ তায়ালা তাহার সমস্ত কাজকে সহজ করিয়া দেন, তাহার দিলকে ধনী করিয়া দেন এবং দুনিয়া লাঞ্ছিত হইয়া তাহার নিকট হাজির হয়। (ইবনে মাজাহ)

١٥- عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: ثَلَاثُ خِصَالٍ لَا يَغِلُّ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُسْلِمٍ: إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلّٰهِ، وَمُنَاصَحَةُ أُلَاةِ الْأَمْرِ، وَلُزُوْمُ الْجَمَاعَةِ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيْطُ مِنْ وَرَاءِهِمْ. (وهو بعض الحديث) رواه ابن حبان، قال المحقق: إسناده صحيح ١/٢٧٠

১৫. হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তিনটি অভ্যাস এমন আছে যে, উহার কারণে মুমিনের অন্তর হিংসা খেয়ানত (এবং সর্বপ্রকার খারাবী) হইতে পবিত্র থাকে। ১—আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য আমল করা। ২—শাসকদের জন্য হিত কামনা করা। ৩—মুসলমানদের জামাতের সহিত আঁকড়াইয়া থাকা। কেননা যাহারা জামাতের সহিত থাকে তাহাদেরকে জামাতের লোকদের দোয়া চারিদিক হইতে ঘিরিয়া রাখে। (যদ্দরুন শয়তানের খারাবী হইতে হেফাজত হয়।) (ইবনে হিব্বান)

١٦- عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: طُوْبٰى لِلْمُخْلِصِيْنَ، أُوْلٰئِكَ مَصَابِيْحُ الدُّجٰى، تَتَجَلّٰى عَنْهُمْ كُلُّ فِتْنَةٍ ظَلْمَاءَ. رواه البيهقي في شعب الإيمان ٥/٣٤٣

১৬. হযরত সওবান (রাযিঃ) বর্ণনা করেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, এখলাস ওয়ালাদের জন্য সুসংবাদ হউক, তাহারা অন্ধকারে চেরাগ স্বরূপ। তাহাদের দ্বারা কঠিন হইতে কঠিন ফেৎনা দূর হইয়া যায়। (বাইহাকী)

١٧- عَنْ أَبِيْ فِرَاسٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ قَالَ: نَادٰى رَجُلٌ فَقَالَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! مَا الْإِيْمَانُ؟ قَالَ: الْإِخْلَاصُ. (وهو جزء من الحديث) رواه البيهقي في شعب الإيمان ٥/٣٤٢

১৭. আসলাম গোত্রীয় হযরত আবু ফেরাস (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ঈমান কি? তিনি এরশাদ করিলেন, ঈমান হইল এখলাস। (বাইহাকী)

١٨- عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: صَدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ. (وهو طرف من الحديث) رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن، مجمع الزوائد ٣/٢٩٣

১৮. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, গোপনে সদকা করা আল্লাহ তায়ালার গোস্সাকে ঠাণ্ডা করে। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

١٩- عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ. رواه مسلم، باب إذا أثنى على الصالح...... رقم: ٦٧٢١

১৯. হযরত আবু যার (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞাসা করা হইল যে, এমন ব্যক্তি সম্পর্কে বলুন, যে নেক আমল করে এবং এই কারণে লোকেরা তাহার প্রশংসা করে। (সে কি নেক আমলের সওয়াব পাইবে? লোকদের প্রশংসা করা রিয়াকারীর মধ্যে গণ্য হইবে কি?) তিনি এরশাদ করিলেন, ইহা তো মুমিনের নগদপ্রাপ্ত সুসংবাদ। (মুসলিম)

ফায়দা ঃ হাদীস শরীফের অর্থ এই যে, এক সুসংবাদ তো আখেরাতে পাইবে, আর এক সুসংবাদ ইহা যাহা দুনিয়াতে পাওয়া গেল যে, লোকেরা তাহার প্রশংসা করিল ; ইহা সেই অবস্থায় হইবে যদি আমলের মধ্যে নিয়ত শুধুমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিই হইয়া থাকে, লোকদের প্রশংসা উদ্দেশ্য না হয়।

٢٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ "وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ" (المؤمنون: ٦٠) قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا: أَهُمُ الَّذِيْنَ يَشْرَبُوْنَ الْخَمْرَ وَيَسْرِقُوْنَ؟ قَالَ: لَا، يَا بِنْتَ الصِّدِّيْقِ! وَلٰكِنَّهُمُ الَّذِيْنَ يَصُوْمُوْنَ وَيُصَلُّوْنَ، وَيَتَصَدَّقُوْنَ وَهُمْ يَخَافُوْنَ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُمْ "أُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ يُسَارِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُوْنَ". رواه الترمذي، باب ومن سورة المؤمنين، رقم: ٣١٧٥

২০. উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ مَآ اٰتَوْا وَّقُلُوْبُهُمْ وَجِلَةٌ

এই আয়াতের ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলাম, যাহাতে আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিয়াছেন, 'এবং যে সকল লোক দান করে—যাহা কিছু দান করিয়া থাকে এবং উহার উপর তাহাদের অন্তরসমূহ ভীত থাকে।'

হযরত আয়েশা (রাযিঃ) আরজ করিলেন, এই আয়াতে কি ঐ সকল উদ্দেশ্য যাহারা শরাব পান করে এবং চুরি করে? (অর্থাৎ তাহাদের ভয় কি গুনাহ করার কারণে?) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, সিদ্দীকের বেটি! এই উদ্দেশ্য নহে, বরং আয়াতে করীমায় ঐ সকল লোকদের আলোচনা করা হইয়াছে যাহারা রোযা রাখে নামায পড়ে এবং সদকা খয়রাত করে। আর তাহারা এই ব্যাপারে ভয় করে যে, (কোন ত্রুটির কারণে) তাহাদের নেক আমল কবুল না হয়। ইহারাই ঐ সমস্ত লোক যাহারা দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া কল্যাণসমূহ হাসিল করিতেছে এবং উহার প্রতি অগ্রগামী হইতেছে। (তিরমিযী)

٢١- عَنْ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ التَّقِىَّ، الْغَنِىَّ، الْخَفِىَّ. رواه مسلم، باب الدنيا سجن للمؤمن...، رقم:٧٤٣٢

২১. হযরত সা'দ (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লহ তায়ালা পরহেযগার, মখলুক হইতে বেপরওয়া, অজ্ঞাত পরিচয় বান্দাকে পছন্দ করেন। (মুসলিম)

٢٢- عَنْ أَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَمِلَ عَمَلًا فِىْ صَخْرٍ لَا بَابَ لَهَا وَلَا كَوَّةَ، خَرَجَ عَمَلُهُ إِلَى النَّاسِ كَائِنًا مَا كَانَ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان ٣٥٩/٥

২২. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যদি কোন ব্যক্তি এরূপ পাথরের ভিতর বসিয়া কোন আমল করে যাহার না কোন দরজা আছে, না কোন ছিদ্র আছে, তথাপি উহা লোকসম্মুখে প্রকাশ হইয়াই যাইবে—ভাল-মন্দ যেমন আমলই হউক না কেন। (বাইহাকী)

ফায়দা ঃ যখন সর্বপ্রকার আমল প্রকাশ হইয়াই যাইবে তখন দ্বীনী আমলকারীর জন্য রিয়াকারীর নিয়ত করিয়া নিজের আমল বরবাদ করিয়া কি লাভ? আর কোন খারাপ লোকের জন্য নিজের অন্যায়কে গোপন করিয়া কি লাভ? উভয়ের খ্যাতি হইয়াই থাকিবে। (তরজুমানুস সুন্নাহ)

٢٣- عَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيْدَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ أَبِىْ يَزِيْدُ أَخْرَجَ دَنَانِيْرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا، فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِى الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ: وَاللّٰهِ! مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ، فَخَاصَمْتُهُ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ: لَكَ مَا نَوَيْتَ يَايَزِيْدُ! وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَامَعْنُ!

رواه البخارى، باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر، رقم:١٤٢٢

২৩. হযরত মাআন ইবনে ইয়াযীদ (রাযিঃ) বলেন, আমার পিতা হযরত ইয়াযীদ (রাযিঃ) কিছু দীনার সদকার জন্য বাহির করিলেন এবং উহা মসজিদে এক ব্যক্তির নিকট রাখিয়া আসিলেন। (যাহাতে সে কোন অভাবগ্রস্ত লোককে দিয়া দেয়।) আমি মসজিদে আসিলাম (এবং আমি অভাবগ্রস্ত ছিলাম)। আমি সেই ব্যক্তি হইতে উক্ত দীনার গ্রহণ করিলাম এবং ঘরে লইয়া আসিলাম। পিতা বলিলেন, আল্লাহ তায়ালার কসম, আমি তো তোমাকে দেওয়ার এরাদা করিয়াছিলাম না। আমি আমার পিতাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে লইয়া আসিলাম এবং এই বিষয়টি তাঁহার সম্মুখে পেশ করিলাম। তিনি বলিলেন, হে ইয়াযীদ! তুমি যে (সদকার) নিয়ত করিয়াছিলে উহার সওয়াব তুমি পাইয়া গিয়াছ। আর হে মাআন! তুমি যাহা লইয়াছ উহা তোমার হইয়া গিয়াছে। (তুমি উহা নিজে ব্যবহার করিতে পার।) (বোখারী)

٢٤- عَنْ طَاؤُوْسٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنِّىْ أَقِفُ الْمَوَاقِفَ أُرِيْدُ وَجْهَ اللّٰهِ، وَأُحِبُّ أَنْ يُرٰى مَوْطِنِىْ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ شَيْئًا حَتّٰى نَزَلَتْ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْآيَةُ ﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ أَحَدًا﴾. تفسير ابن كثير ١١٤/٣

২৪. হযরত তাউস (রহঃ) বলেন, একজন সাহাবী (রাযিঃ) আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কোন সময় কোন নেক কাজের উদ্দেশ্যে উঠি এবং উহাতে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টিই আমার উদ্দেশ্য থাকে, কিন্তু

উহার সাথে সাথে অন্তরে এই খাহেশও হয় যে, লোকেরা আমার আমল দেখুক। তিনি ইহা শুনিয়া চুপ রহিলেন। অবশেষে এই আয়াত নাযিল হইল—

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْ لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا،

অর্থ ঃ যে ব্যক্তি আপন রবের সহিত সাক্ষাতের আকাঙ্খা রাখে (এবং তাঁহার প্রিয় হইতে চায়), সে যেন নেককাজ করিতে থাকে এবং আপন রবের এবাদতে কাহাকেও শরীক না করে। (তফসীরে ইবনে কাসীর)

ফায়দা ঃ এই আয়াতে যে শিরক সম্পর্কে নিষেধ করা হইয়াছে উহা রিয়াকারী। আর ইহা হইতেও নিষেধ করা হইয়াছে যে, যদিও আমল আল্লাহ তায়ালার জন্যই হয়, কিন্তু যদি উহার সহিত নফসের কোন উদ্দেশ্যও শামিল থাকে তবে ইহাও এক প্রকার শিরকে খফি (গোপন শিরক), যাহা মানুষের আমলকে নষ্ট করিয়া দেয়। (তফসীরে ইবনে কাসীর)

আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁহার ওয়াদার উপর একীনের সহিত এবং সওয়াব ও পুরস্কারের আগ্রহে আমল করা

٢٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: اَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيْقَ مَوْعِدِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةَ. رواه البخارى، باب فضل المنيحة، رقم:٢٦٣١

২৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, চল্লিশটি নেক কাজ। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ নেককাজ এই যে, (নিজের) বকরী কাহাকেও দিয়া দেয়, যাহাতে সে উহার দুধ দ্বারা উপকৃত হইবার পর উহা মালিককে ফেরৎ দিয়া দেয়। যে ব্যক্তি সেই আমলগুলি হইতে কোন একটির উপর—সেই আমলের সওয়াবের আশা করিয়া এবং উহার উপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে কৃত ওয়াদার উপর একীন করিয়া—আমল করিবে আল্লাহ তায়ালা উহার কারণে তাহাকে জান্নাতে দাখিল করিবেন। (বোখারী)

ফায়দা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চল্লিশটি নেককাজ স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই। সম্ভবতঃ ইহার কারণ এই যে, মানুষ যাহাতে প্রত্যেক নেক কাজকে এই মনে করিয়া করিতে থাকে যে, হয়ত এই নেক কাজও সেই চল্লিশের মধ্যে শামিল আছে, যাহার ফযীলত হাদীস শরীফে উল্লেখ করা হইয়াছে।

উদ্দেশ্য হইল, মানুষ প্রত্যেক আমলকে ঈমান ও ইহতেসাবের সহিত করে। অর্থাৎ সেই আমলের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার উপর একীন করিয়া এবং উক্ত আমলের ব্যাপারে বর্ণিত ফযীলতের প্রতি খেয়াল করিয়া করে।

٢٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنِ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا وَكَانَ مَعَهُ حَتّٰى يُصَلّٰى عَلَيْهَا وَيُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا، فَإِنَّهُ يَرْجِعُ مِنَ الْأَجْرِ بِقِيْرَاطَيْنِ كُلُّ قِيْرَاطٍ مِثْلُ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِقِيْرَاطٍ. رواه البخارى، باب اتباع الجنائز من الإيمان، رقم:٤٧

২৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার ওয়াদার উপর একীন করিয়া এবং তাহার সওয়াবের ও পুরস্কারের আগ্রহে কোন মুসলমানের জানাযার সহিত যাইবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত জানাযার সহিত থাকিবে যতক্ষণ তাহার জানাযার নামায পড়া না হয় এবং তাহার দাফনকার্য সমাধা না হয়, সে দুই কীরাত সওয়াব লইয়া ফিরিয়া আসিবে। প্রত্যেক কীরাত ওহুদ পাহাড় সমপরিমাণ হইবে। আর যে ব্যক্তি শুধু জানাযার নামায পড়িয়া ফিরিয়া আসিবে, (দাফন হওয়া পর্যন্ত সঙ্গে থাকিবে না।) সে এক কীরাত লইয়া ফিরিয়া আসিবে। (বোখারী)

ফায়দা ঃ কীরাত এক দেরহামের বার ভাগের এক ভাগকে বলা হয়। সে যুগে মজদুরদেরকে তাহাদের কাজের বিনিময়ে কীরাত হিসাবে দেওয়া হইত বিধায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই স্থানে কীরাত শব্দ এরশাদ করিয়াছেন এবং ইহাও পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, ইহাকে যেন দুনিয়ার কীরাত মনে না করা হয়, বরং এই সওয়াব আখেরাতের কীরাত হিসাবে হইবে, যাহা দুনিয়ার কীরাতের তুলনায় এত বড় হইবে যেমন দুনিয়ার কীরাতের তুলনায় ওহুদ পাহাড় বড় ও বিরাট। (মাআরিফে হাদীস)

٢٧- عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ اللّٰهَ قَالَ: يَا عِيْسٰى إِنِّيْ بَاعِثٌ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةً إِنْ أَصَابَهُمْ مَا يُحِبُّوْنَ حَمِدُوا اللّٰهَ، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُوْنَ احْتَسَبُوْا وَصَبَرُوْا، وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ، فَقَالَ: يَا رَبِّ كَيْفَ يَكُوْنُ هٰذَا لَهُمْ وَلَا حِلْمَ وَلَا عِلْمَ؟ قَالَ: أُعْطِيْهِمْ مِنْ حِلْمِيْ وَعِلْمِيْ. رواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٣٤٨/١

২৭. হযরত আবু দারদা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আলাইহিস সালাম)কে বলিয়াছেন, ঈসা! আমি তোমার পরে এমন উম্মত পাঠাইব, তাহারা যখন কোন পছন্দনীয় জিনিস অর্থাৎ নেয়ামত ও শান্তি লাভ করিবে তখন উহার উপর আল্লাহ তায়ালার শোকর করিবে এবং যখন তাহারা কোন অপছন্দনীয় জিনিস—অর্থাৎ মুসীবত ও কষ্টে পড়িবে তখন উহা বরদাশত করার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা যে সওয়াবের ওয়াদা করিয়াছেন উহার আশা করিবে এবং সবর করিবে, অথচ তাহাদের মধ্যে না হিল্‌ম অর্থাৎ নম্রতা ও সহ্য ক্ষমতা থাকিবে, না এলেম থাকিবে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম আরজ করিলেন, হে আমার রব, যখন তাহাদের মধ্যে না হিল্‌ম থাকিবে না এলেম থাকিবে তখন তাহাদের জন্য সবর করা ও সওয়াবের আশা করা কিভাবে সম্ভব হইবে? আল্লাহ তায়ালা এরশাদ করিলেন, আমি তাহাদিগকে আমরা হিল্‌ম হইতে হিলম ও আমার এলেম হইতে এলেম দান করিব। (মুসতাদরাকে হাকেম)

٢٨- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: يَقُوْلُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ: ابْنَ آدَمَ إِنْ صَبَرْتَ وَاحْتَسَبْتَ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْأُوْلٰى، لَمْ أَرْضَ لَكَ ثَوَابًا دُوْنَ الْجَنَّةِ. رواه ابن ماجه، باب ما جاء في الصبر على المصيبة، رقم:١٥٩٧

২৮. হযরত আবু উমামাহ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে কুদসী বর্ণনা করিয়াছেন যে, হে আদমের সন্তান, যদি তুমি (কোন জিনিস হারানোর উপর) প্রথম

ধারেই সবর কর এবং সওয়াবের আশা রাখ তবে আমি তোমার জন্য জান্নাতের চেয়ে কম কোন বিনিময়ের উপর রাজী হইব না। (ইবনে মাজাহ)

٢٩- عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ. رواه البخاري، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، رقم:٥٥

২৯. হযরত আবু মাসউদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, মানুষ যখন সওয়াবের নিয়তে আপন পরিবারের উপর খরচ করে (এই খরচ করার উপর) সে সদকার সওয়াব পায়। (বোখারী)

٣٠- عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِيْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِيْ فَمِ امْرَأَتِكَ. رواه البخاري، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، رقم:٥٦

৩০. হযরত সা'দ ইবনে আবি ওক্কাস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তুমি যাহা কিছু আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য খরচ কর তোমাকে অবশ্যই উহার সওয়াব দেওয়া হইবে। এমনকি আপন স্ত্রীর মুখে যে লোকমা দাও (উহার উপরও তোমাকে সওয়াব দেওয়া হইবে)।

٣١- عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ جَاءَهُ رَسُوْلُ إِحْدٰى بَنَاتِهِ وَعِنْدَهُ سَعْدٌ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَمُعَاذٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَنَّ ابْنَهَا يَجُوْدُ بِنَفْسِهِ، فَبَعَثَ إِلَيْهَا: لِلّٰهِ مَا أَخَذَ، وَلِلّٰهِ مَا أَعْطٰى، كُلٌّ بِأَجَلٍ، فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. رواه البخاري، باب وكان أمر الله قدرا مقدورا، رقم:٦٦٠٢

৩১. হযরত উসামা (রাযিঃ) বলেন, আমি, হযরত সা'দ, উবাই ইবনে কা'ব এবং মুআয (রাযিঃ)—আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তাঁহার কন্যাদের মধ্য হইতে কোন একজনের পক্ষ হইতে একজন সংবাদদাতা এই সংবাদ লইয়া আসিল যে, তাঁহার ছেলের মৃত্যু যন্ত্রণা হইতেছে। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মেয়ের নিকট) এই সংবাদ পাঠাইলেন যে, আল্লাহ তায়ালারই জন্য উহা যাহা তিনি লইয়া গিয়াছেন, এবং আল্লাহ তায়ালারই জন্য উহা যাহা তিনি দান করিয়াছেন। আর প্রত্যেক জিনিসের জন্য আল্লাহ তায়ালার নিকট সময় নির্ধারিত রহিয়াছে। অতএব সে যেন সবর করে এবং (এই আঘাত ও এই সবরের উপর আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে যে ওয়াদা রহিয়াছে উহার) আশা রাখে। (বোখারী)

٣٢- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لِنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ: لَا يَمُوْتُ لِإِحْدَاكُنَّ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَتَحْتَسِبَهُ، إِلَّا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: أَوِ اثْنَانِ؟ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! قَالَ: أَوِ اثْنَانِ. رواه مسلم، باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه، رقم:٦٦٩٨

৩২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারী মহিলাদের উদ্দেশ্যে এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের মধ্য হইতে যাহারই তিনজন সন্তান মারা যাইবে, আর সে উহার উপর আল্লাহ তায়ালার নিকট সওয়াবের আশা রাখিবে সে নিঃসন্দেহে জান্নাতে প্রবেশ করিবে। তাহাদের মধ্য হইতে একজন মহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, যদি দুইজন সন্তান মারা যায়? তিনি এরশাদ করিলেন, যদি দুই সন্তান মারা যায় তবুও এই সওয়াব হইবে। (মুসলিম)

٣٣- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: إِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضَى لِعَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ إِذَا ذَهَبَ بِصَفِيِّهِ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ وَقَالَ مَا أُمِرَ بِهِ، بِثَوَابٍ دُوْنَ الْجَنَّةِ. رواه النسائي، باب ثواب من صبر واحتسب، رقم:١٨٧٢

৩৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তায়ালা যখন মুমিন বান্দার কোন প্রিয়জনকে লইয়া যান, আর সে উহার উপর সবর করিয়া সওয়াবের আশা রাখে এবং যে কথা বলার হুকুম করা হইয়াছে তাহাই বলে (যেমন إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ বলে) আল্লাহ তায়ালা তাহার জন্য জান্নাতের চেয়ে কম কোন বিনিময়ের উপর রাজী হইবেন না। (নাসাঈ)

٣٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْجِهَادِ وَالْغَزْوِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو! إِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا بَعَثَكَ اللّٰهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا بَعَثَكَ اللّٰهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرٍو! عَلٰى أَيِّ حَالٍ قَاتَلْتَ أَوْ قُتِلْتَ بَعَثَكَ اللّٰهُ عَلٰى تِيْكَ الْحَالِ. رواه أبو داود، باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، رقم:٢٥١٩

৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাকে জেহাদ ও গাযওয়া সম্পর্কে বলুন? তিনি এরশাদ করিলেন, হে আবদুল্লাহ ইবনে আমর! যদি তুমি সবরকারী ও সওয়াবের আশাবাদী হইয়া লড়াই কর তবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তোমাকে সবরকারী ও সওয়াবের আশাবাদী গণ্য করিয়া উঠাইবেন। আর যদি তুমি লোক দেখানো ও বেশীর চেয়ে বেশী গনীমতের মাল সংগ্রহ করার জন্য লড়াই কর তবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তোমাকে রিয়াকারী ও বেশীর চেয়ে বেশী গনীমতের মাল সংগ্রহের জন্য লড়াইয়ে অংশগ্রহণকারী গণ্য করিয়া উঠাইবেন। (অর্থাৎ হাশরের ময়দানে ঘোষণা করা হইবে যে, এই ব্যক্তি লোক দেখানো ও বেশীর চেয়ে বেশী গনীমতের মাল সংগ্রহের জন্য লড়াই করিয়াছিল।) হে আবদুল্লাহ! যেই অবস্থা (ও নিয়তে)র উপর তুমি লড়াই করিবে বা কতল হইবে আল্লাহ তায়ালা সেই অবস্থা (ও নিয়তের)র উপর তোমাকে কেয়ামতে উঠাইবেন। (আবু দাউদ)

11111

রিয়াকারীর নিন্দা

কুরআনের আয়াত

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: ﴿وَإِذَا قَامُوْآ إِلَى الصَّلٰوةِ قَامُوْا كُسَالٰى لا يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلَّا قَلِيْلًا﴾ [النساء:١٤٢]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ—আর এই মোনাফেকরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন অলসভাবে দাঁড়ায়, লোকদেরকে দেখায় এবং আল্লাহ তায়ালার যিকির খুবই কম করে। (নিসা)

وَقَالَ تَعَالٰى: ﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ☆ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ☆ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ﴾ [الماعون:٤-٦]

আল্লাহ তায়ালার এরশাদ—এরূপ নামাযীদের জন্য বড় সর্বনাশ যাহারা স্বীয় নামায হইতে গাফেল থাকে। যাহারা এরূপ যে, (যখন নামায পড়ে তখন) রিয়াকারী করে। (মাউন)

ফায়দা ঃ নামায কাযা করিয়া পড়া বা অমনোযোগীতার সহিত পড়া বা কখনও পড়া কখনও না পড়া সবই নামায হইতে গাফেল থাকার মধ্যে শামিল। (কাশফুর রহমান)

হাদীস শরীফ

٣٥- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فِيْ دِيْنٍ أَوْ دُنْيَا إِلَّا مَنْ عَصَمَهُ اللّٰهُ. رواه الترمذي، باب منه حديث إن لكل شيء شرة، رقم:٢٤٥٣

৩৫. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন যে, মানুষের খারাপ হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, দ্বীন-দুনিয়ার ব্যাপারে তাহার প্রতি অঙ্গুলী দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়, অবশ্য যাহাকে আল্লাহ তায়ালাই হেফাজত করেন। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ অঙ্গুলী দ্বারা ইঙ্গিতের অর্থ প্রসিদ্ধ হওয়া। হাদীসের উদ্দেশ্য হইল, দ্বীনের ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হওয়া দুনিয়ার ব্যাপারে প্রসিদ্ধ হওয়া অপেক্ষা অধিক বিপদজনক। কেননা প্রসিদ্ধ হওয়ার পর নিজের গর্ব অহংকারের অনুভূতি হইতে বাঁচিয়া থাকা সকলের দ্বারা সম্ভব হয় না। অবশ্য যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হইতে কাহারও প্রসিদ্ধি লাভ হয় এবং আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আপন মেহেরবানীতে নফস ও শয়তান হইতে হেফাজত করেন তবে এরূপ মুখলিস লোকদের ব্যাপারে প্রসিদ্ধি বিপদজনক নহে। (মাজাহিরে হক)

٣٦- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَرَجَ يَوْمًا إِلَى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، فَوَجَدَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَاعِدًا عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْكِيْ، فَقَالَ: مَا يُبْكِيْكَ؟ قَالَ: يُبْكِيْنِيْ شَيْءٌ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ يَسِيْرَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ، وَإِنَّ مَنْ عَادَى لِلّٰهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللّٰهَ بِالْمُحَارَبَةِ، إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَتْقِيَاءَ الْأَخْفِيَاءَ، الَّذِيْنَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا، وَإِذَا حَضَرُوا لَمْ يُدْعَوا وَلَمْ يُعْرَفُوا، قُلُوْبُهُمْ مَصَابِيْحُ الْهُدَى، يَخْرُجُوْنَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءَ مُظْلِمَةٍ. رواه ابن ماجه، باب من ترجى له السلامة من الفتن، رقم:٣٩٨٩

৩৬. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, তিনি একদিন মসজিদে নববীতে যাইয়া দেখিলেন হযরত মুআয (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবর মোবারকের নিকট বসিয়া কাঁদিতেছেন। হযরত ওমর (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কেন কাঁদিতেছেন? তিনি বলিলেন, একটি কথার কারণে আমার কান্না আসিতেছে যাহা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হইতে শুনিয়াছিলাম। তিনি এরশাদ করিয়াছিলেন, সামান্যতম লোক দেখানোও শিরক। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার কোন দোস্তের সহিত শত্রুতা করিল সে আল্লাহ তায়ালাকে যুদ্ধের আহবান জানাইল। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ তায়ালা এমন লোকদেরকে ভালবাসেন যাহারা নেক হয়, মুত্তাকী হয় এবং এমনভাবে গোপন হইয়া থাকে যে, অনুপস্থিত হইলে তালাশ করা হয় না, আর যদি উপস্থিত থাকে তবে না তাহাদিগকে

ডাকা হয় আর না তাহাদিগকে কেহ চিনিতে পারে। তাহাদের অন্তর হেদায়াতের উজ্জ্বল চেরাগ। তাহারা ফেৎনার অন্ধকার তুফান হইতে (অন্তরের আলোর কারণে আপন দ্বীনকে বাঁচাইয়া) বাহির হইয়া যায়। (ইবনে মাজাহ)

٣٧- عَنْ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلَا فِىْ غَنَمٍ، بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ، لِدِيْنِهِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح، باب حديث: ما ذئبان جائعان أرسلا فى غنم۔۔۔۔، رقم:٢٣٧٦

৩৭. হযরত মালেক (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুইটি ক্ষুধার্ত বাঘকে বকরীর পালের মধ্যে ছাড়িয়া দিলে উহারা বকরীর পালে এই পরিমাণ ক্ষতি করে না যে পরিমাণ মানুষের মালের লোভ ও সম্মানের লিপ্সা তাহার দ্বীনের ক্ষতি করে। (তিরমিযী)

٣٨- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا مُفَاخِرًا مُكَاثِرًا مُرَائِيًا لَقِىَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا، اسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ، وَسَعْيًا عَلٰى عِيَالِهِ، وَتَعَطُّفًا عَلٰى جَارِهِ، لَقِىَ اللّٰهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان٢٩٨/٧

৩৮. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি অন্যদের উপর গর্ব করার জন্য, ধনী হওয়ার জন্য, নাম যশের জন্য দুনিয়া চাহিবে, যদিও তাহা হালাল উপায়ে হউক, সে আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে এমন অবস্থায় হাজির হইবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি অত্যন্ত নারাজ থাকিবেন। আর যে ব্যক্তি হালাল উপায়ে এইজন্য দুনিয়া হাসিল করে, যেন অন্যের নিকট চাহিতে না হয় এবং নিজ পরিবারের জন্য রুজী উপার্জন হয় এবং প্রতিবেশীর উপর এহসান করিতে পারে, সে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালার সহিত এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করিবে যে, তাহার চেহারা পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় চমকাইতে থাকিবে। (বাইহাকী)

٣٩- عَنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَخْطُبُ خُطْبَةً إِلَّا اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ سَائِلُهُ عَنْهَا: مَا أَرَادَ بِهَا؟ قَالَ جَعْفَرُ: كَانَ مَالِكُ بْنُ دِيْنَارٍ إِذَا حَدَّثَ هٰذَا الْحَدِيْثَ بَكٰى حَتّٰى يَنْقَطِعَ ثُمَّ يَقُوْلُ: يَحْسَبُوْنَ أَنَّ عَيْنِىْ تَقَرُّ بِكَلَامِىْ عَلَيْكُمْ، فَأَنَا أَعْلَمُ أَنَّ اللّٰهَ عَزَّوَجَلَّ سَائِلِىْ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا أَرَدْتَ بِهِ. رواه البيهقى٢٨٧/٢

৩৯. হযরত হাসান (রহঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে বান্দা বয়ান করে আল্লাহ তায়ালা তাহাকে অবশ্যই সেই বয়ান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, এই বয়ানের দ্বারা তাহার উদ্দেশ্য এবং নিয়ত কি ছিল?

হযরত জা'ফর (রহঃ) বলিয়াছেন যে, হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহঃ) যখন এই হাদীস বর্ণনা করিতেন তখন এত কাঁদিতেন যে, তাহার আওয়াজ বন্ধ হইয়া যাইত। অতঃপর বলিতেন, লোকেরা মনে করে তোমাদের সম্মুখে বয়ান করার দ্বারা আমার চক্ষু শীতল হয়। আমি জানি যে, কেয়ামতের দিন অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন যে, এই বয়ান করার দ্বারা তোমার কি উদ্দেশ্য ছিল? (বাইহাকী)

٤٠- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ أَسْخَطَ اللّٰهَ فِىْ رِضَى النَّاسِ سَخِطَ اللّٰهُ عَلَيْهِ، وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ مَنْ أَرْضَاهُ فِىْ سَخَطِهِ، وَمَنْ أَرْضَى اللّٰهَ فِىْ سَخَطِ النَّاسِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، وَأَرْضٰى عَنْهُ مَنْ أَسْخَطَهُ فِىْ رِضَاهُ حَتّٰى يَزِيْنَهُ وَيَزِيْنَ قَوْلَهُ وَعَمَلَهُ فِىْ عَيْنِهِ. رواه الطبرانى ورجاله رجال الصحيح غير يحيى بن سليمان الجعفى، وقد وثقه الذهبى فى آخر ترجمة يحيى بن سليمان الجعفى، مجمع الزوائد٣٨٦/١٠

৪০. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি লোকদেরকে খুশী করার জন্য আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করে, আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট হন এবং আল্লাহ তায়ালাকে অসন্তুষ্ট করিয়া যাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছিল তাহাদিগকেও অসন্তুষ্ট করিয়া দেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য লোকদেরকে অসন্তুষ্ট করে,

আল্লাহ তায়ালা তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া যান এবং আল্লাহ তায়ালাকে সন্তুষ্ট করার জন্য যাহাদিগকে অসন্তুষ্ট করিয়াছিল, তাহাদিগকেও সন্তুষ্ট করিয়া দেন। এমনকি ঐ সমস্ত অসন্তুষ্ট লোকদের দৃষ্টিতে তাহাকে উত্তম করিয়া দেন এবং সেই ব্যক্তির কথা ও আমলকে তাহাদের দৃষ্টিতে শোভনীয় করিয়া দেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٤١- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ، رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتِيَ بِهٖ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتّٰى اسْتُشْهِدْتُ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيْءٌ، فَقَدْ قِيْلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأُتِيَ بِهٖ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ، قَالَ: كَذَبْتَ وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ عَالِمٌ، وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ، فَقَدْ قِيْلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ حَتّٰى أُلْقِيَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهٖ، فَأُتِيَ بِهٖ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيْهَا إِلَّا أَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْتَ، وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ، فَقَدْ قِيْلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهٖ فَسُحِبَ عَلٰى وَجْهِهٖ ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ. رواه مسلم،

باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار، رقم:٤٩٢٣

৪১. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যাহাদের বিরুদ্ধে ফয়সালা করা হইবে, তন্মধ্যে একজন সেই ব্যক্তিও হইবে যাহাকে শহীদ করা হইয়াছে। এই ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালার সামনে আনা হইবে। আল্লাহ তায়ালা আপন নেয়ামতসমূহ স্মরণ করাইবেন যাহা তাহাকে দান করা হইয়াছিল। সে উহা স্বীকার করিবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তুমি এই নেয়ামতসমূহ দ্বারা কি কাজ করিয়াছ? সে আরজ করিবে, আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য লড়াই

করিয়াছি, অবশেষে আমাকে শহীদ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, মিথ্যা বলিতেছে। তুমি এইজন্য জেহাদ করিয়াছিলে যাহাতে লোকেরা বাহাদুর বলে। সুতরাং বলা হইয়াছে। অতঃপর তাহাকে হুকুম শুনাইয়া দেওয়া হইবে এবং উপুড় করিয়া টানিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি হইবে যে এলমে দ্বীন শিখিয়াছে এবং অপরকে শিখাইয়াছে এবং কুরআন শরীফ পড়িয়াছে। তাহাকে আল্লাহ তায়ালার সামনে আনা হইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে দেওয়া আপন নেয়ামতসমূহ স্মরণ করাইবেন এবং সে উহা স্বীকার করিবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তুমি এই সমস্ত নেয়ামত দ্বারা কি কাজ করিয়াছ? সে আরজ করিবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য এলেম শিখিয়াছি, অন্যকে শিখাইয়াছি এবং তোমারই সন্তুষ্টির জন্য কুরআন শরীফ পড়িয়াছি। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, মিথ্যা বলিতেছ, তুমি এলমে দ্বীন এইজন্য শিখিয়াছিলে যাহাতে লোকেরা তোমাকে আলেম বলে এবং কুরআন এইজন্য পড়িয়াছিলে যাহাতে লোকেরা তোমাকে কারী বলে। সুতরাং বলা হইয়াছে। অতঃপর তাহাকে হুকুম শুনাইয়া দেওয়া হইবে এবং উপুড় করিয়া টানিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। তৃতীয় সেই ধনবান ব্যক্তি হইবে, যাহাকে আল্লাহ তায়ালা দুনিয়াতে ভরপুর দৌলত দান করিয়াছেন এবং সর্বপ্রকার মাল দান করিয়াছেন। তাহাকে আল্লাহ তায়ালার সামনে আনা হইবে। আল্লাহ তায়ালা তাহাকে আপন নেয়ামতসমূহ স্মরণ করাইবেন এবং সে উহা স্বীকার করিবে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তুমি এই সমস্ত নেয়ামত দ্বারা কি কাজ করিয়াছ? সে আরজ করিবে, তোমার পছন্দনীয় সকল রাস্তায় তোমার দেওয়া মাল তোমার সন্তুষ্টির জন্য খরচ করিয়াছিলাম। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, মিথ্যা বলিতেছ। তুমি মাল এইজন্য খরচ করিয়াছিলে যাহাতে লোকেরা তোমাকে দানশীল বলে। সুতরাং বলা হইয়াছে। অতঃপর তাহাকে হুকুম শুনাইয়া দেওয়া হইবে এবং উপুড় করিয়া টানিয়া জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হইবে। (মুসলিম)

٤٢- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ، لَا يَتَعَلَّمُهُ إِلَّا لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِيْ رِيْحَهَا. رواه أبوداود،

باب في طلب العلم لغير الله، رقم:٣٦٦٤

৪২. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঐ এলেম দুনিয়ার মালদৌলত হাসিল করার জন্য শিখিয়াছে যাহা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির জন্য হাসিল করা উচিত ছিল সে কেয়ামতের দিন জান্নাতের খুশবুও পাইবে না। (আবু দাউদ)

٤٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يَخْرُجُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُوْنَ الدُّنْيَا بِالدِّيْنِ، يَلْبَسُوْنَ لِلنَّاسِ جُلُوْدَ الضَّأْنِ مِنَ اللِّيْنِ، أَلْسِنَتُهُمْ أَحْلٰى مِنَ السُّكَّرِ وَقُلُوْبُهُمْ قُلُوْبُ الذِّئَابِ، يَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: أَبِيْ يَغْتَرُّوْنَ أَمْ عَلَيَّ يَجْتَرِئُوْنَ؟ فَبِيْ حَلَفْتُ لَأَبْعَثَنَّ عَلٰى أُوْلٰئِكَ مِنْهُمْ فِتْنَةً تَدَعُ الْحَلِيْمَ مِنْهُمْ حَيْرَانًا. رواه الترمذى، باب حديث خاتلى الدنيا بالدين وعقوبتهم، رقم:٢٤٠٤ الجامع الصحيح وهو سنن الترمذى، دار الباز مكة المكرمة

৪৩. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শেষ যামানায় কিছু লোক এমন প্রকাশ পাইবে যাহারা দ্বীনের আড়ালে দুনিয়া শিকার করিবে। বাঘের নরম চামড়ার পোশাক পরিধান করিবে (যাহাতে লোকেরা তাহাদিগকে দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত মনে করে) তাহাদের জিহ্বা চিনি অপেক্ষা অধিক মিষ্ট হইবে, কিন্তু তাহাদের অন্তর বাঘের ন্যায় হইবে। (তাহাদের ব্যাপারে) আল্লাহ তায়ালার এরশাদ হইল, ইহারা কি আমার ঢিল দেওয়ার কারণে ধোকায় পড়িয়া রহিয়াছে, না আমার ব্যাপারে নির্ভীক হইয়া আমার মোকাবেলায় দুঃসাহস দেখাইতেছে? আমি আমার কসম করিতেছি, আমি তাহাদের মধ্যে তাহাদের ভিতর হইতেই এমন ফেৎনা খাড়া করিব যে, তাহাদের জ্ঞানীদেরকেও দিশাহারা (ও পেরেশান) করিয়া ছাড়িবে। অর্থাৎ তাহাদেরই মধ্য হইতে এমন লোক নিযুক্ত করিয়া দিব যাহারা তাহাদিগকে বিভিন্ন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে। (তিরমিযী)

٤٤- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ فَضَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: إِذَا جَمَعَ اللّٰهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيْهِ، نَادٰى مُنَادٍ: مَنْ كَانَ أَشْرَكَ فِيْ عَمَلٍ عَمِلَهُ لِلّٰهِ أَحَدًا، فَلْيَطْلُبْ ثَوَابَهُ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ، فَإِنَّ اللّٰهَ

أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ومن سورة الكهف، رقم:٣١٥٤

৪৪. হযরত আবু সাঈদ ইবনে আবি ফাযালাহ আনসারী (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ তায়ালা যখন কেয়ামতের দিন—যাহার আগমনে কোন সন্দেহ নাই—সমস্ত লোকদেরকে সমবেত করিবেন তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা করিবে, যে ব্যক্তি এমন কোন আমলের মধ্যে যাহা সে আল্লাহ তায়ালার জন্য করিয়াছিল অন্য কাহাকেও শরীক করিয়াছে সে যেন উহার সওয়াব সেই অপরের নিকট চাহিয়া লয়। কেননা আল্লাহ তায়ালা অংশীদারিত্বের মধ্যে সমস্ত অংশীদার হইতে অধিক বেপরওয়া। (তিরমিযী)

ফায়দা ঃ আল্লাহ তায়ালা অংশীদারিত্বের মধ্যে সমস্ত অংশীদার হইতে অধিক বেপরওয়ার অর্থ এই যে, অন্যান্য অংশীদারগণ যেমন অপরের অংশীদারিত্বকে গ্রহণ করিয়া লয় আল্লাহ তায়ালা কাহারো এরূপ অংশীদারিত্বকে কখনও সহ্য করেন না।

٤٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا لِغَيْرِ اللّٰهِ أَوْ أَرَادَ بِهِ غَيْرَ اللّٰهِ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب فى من يطلب بعلمه الدنيا، رقم:٢٦٥٥

৪৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে (যেমন সম্মান প্রসিদ্ধি মালদৌলত ইত্যাদি অর্জন করার উদ্দেশ্যে) এলেম শিখিয়াছে সে যেন জাহান্নামে আপন ঠিকানা বানাইয়া লয়। (তিরমিযী)

٤٦- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ جُبِّ الْحَزَنِ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَا جُبُّ الْحَزَنِ؟ قَالَ: وَادٍ فِيْ جَهَنَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ، قِيْلَ: يَارَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَنْ يَدْخُلُهُ؟ قَالَ: اَلْقُرَّاءُ الْمُرَاؤُوْنَ بِأَعْمَالِهِمْ. رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب، باب ما جاء فى الرياء والسمعة، رقم:٢٣٨٣

৪৬. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমরা 'জুব্বুল হাযান' হইতে পানাহ চাহিতে থাক। সাহাবা (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'জুব্বুল হাযান' কি জিনিস? তিনি এরশাদ করিলেন, জাহান্নামের একটি ময়দান। স্বয়ং জাহান্নাম উহা হইতে দৈনিক একশত বার পানাহ চায়। আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! উহাতে কাহারা প্রবেশ করিবে? তিনি এরশাদ করিলেন, ঐ সমস্ত কুরআন পাঠকারী যাহারা লোক দেখানোর জন্য আমল করে। (তিরমিযী)

٤٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ أُنَاسًا مِنْ أُمَّتِيْ سَيَتَفَقَّهُوْنَ فِي الدِّيْنِ، وَيَقْرَءُوْنَ الْقُرْآنَ، وَيَقُوْلُوْنَ: نَأْتِي الْأُمَرَاءَ فَنُصِيْبُ مِنْ دُنْيَاهُمْ وَنَعْتَزِلُهُمْ بِدِيْنِنَا، وَلَا يَكُوْنُ ذٰلِكَ، كَمَا لَا يُجْتَنٰى مِنَ الْقَتَادِ إِلَّا الشَّوْكُ كَذٰلِكَ لَا يُجْتَنٰى مِنْ قُرْبِهِمْ إِلَّا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ: كَأَنَّهُ يَعْنِي: الْخَطَايَا. رواه ابن ماجه، ورواته ثقات، الترغيب٣/١٩٦

৪৭. হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, অতিসত্বর আমার উম্মতের মধ্যে এমন লোক পয়দা হইবে, যাহারা দ্বীনের বুঝ হাসিল করিবে এবং কুরআন পড়িবে। (অতঃপর তাহারা আপন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য শাসকদের দ্বারে যাইবে।) আর বলিবে, আমরা এই সমস্ত শাসকদের নিকট যাইয়া তাহাদের দুনিয়া হইতে উপকৃত তো হই, (কিন্তু) নিজেদের দ্বীনের কারণে তাহাদের ক্ষতি হইতে বাঁচিয়া থাকি। অথচ এরূপ কখনও হইতে পারে না (যে, এই সমস্ত শাসকদের নিকট ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে যাইবে আর তাহাদের দ্বারা প্রভাবিত হইবে না)। যেমন কাঁটাযুক্ত গাছ হইতে কাঁটা ব্যতীত আর কিছুই লাভ হইতে পারে না, তেমনি এই সমস্ত শাসকদের নিকটবর্তী হওয়ার দ্বারা মন্দ ব্যতীত আর কিছুই লাভ হইতে পারে না। (ইবনে মাজাহ, তরগীব)

٤٨- عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِيْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ؟ قَالَ، قُلْنَا: بَلٰى،

فَقَالَ: الشِّرْكُ الْخَفِيُّ: أَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ يُصَلِّيْ فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرٰى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ. رواه ابن ماجه، باب الرياء والسمعة، رقم:٤٢٠٤

৪৮. হযরত আবু সাঈদ (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (নিজ হুজরা মোবারক হইতে) বাহির হইয়া আমাদের নিকট আসিলেন। তখন আমরা 'মসীহে দাজ্জাল' সম্পর্কে আলোচনা করিতেছিলাম। তিনি এরশাদ করিলেন, আমি কি তোমাদিগকে ঐ জিনিস বলিয়া দিব না যাহা আমার নিকট তোমাদের জন্য দাজ্জাল হইতে অধিক বিপদজনক? আমরা আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলিয়া দিন। তিনি এরশাদ করিলেন, উহা শিরকে খফী। (উহার একটি উদাহরণ এরূপ) যেমন কোন ব্যক্তি নামাযের জন্য দাঁড়ায় এবং নামাযকে এইজন্য সুন্দর করিয়া পড়ে যে, অন্য কেহ তাহাকে নামায পড়িতে দেখিতেছে। (ইবনে মাজাহ)

٤٩- عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: بَشِّرْ هٰذِهِ الْأُمَّةَ بِالسَّنَاءِ وَالرِّفْعَةِ وَالنَّصْرِ وَالتَّمْكِيْنِ فِي الْأَرْضِ، وَمَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ عَمَلَ الْآخِرَةِ لِلدُّنْيَا لَمْ يَكُنْ لَهُ فِي الْآخِرَةِ نَصِيْبٌ. رواه أحمد٥/١٣٤

৪৯. হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই উম্মতকে সম্মান, উন্নতি, সাহায্য এবং জমিনের বুকে বিজয়ের সুসংবাদ শুনাইয়া দাও। (এই সমস্ত পুরস্কার তো এই উম্মত সমষ্টিগতভাবে পাইবেই।) অতঃপর (আল্লাহ তায়ালার সহিত প্রত্যেকের হিসাব-নিকাশ তাহার নিয়ত অনুপাতে হইবে। সুতরাং যে ব্যক্তি আখেরাতের কাজকে দুনিয়ার মুনাফা অর্জনের জন্য করিয়া থাকিবে আখেরাতে তাহার কোন অংশ থাকিবে না।

(মুসনাদে আহমাদ)

٥٠- عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ صَلّٰى يُرَائِيْ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ صَامَ يُرَائِيْ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَصَدَّقَ يُرَائِيْ فَقَدْ أَشْرَكَ. (وهو بعض الحديث) رواه أحمد ١٢٦/٤

৫০. হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি দেখাইবার জন্য নামায পড়িয়াছে সে শিরক করিয়াছে। যে দেখাইবার জন্য রোযা রাখিয়াছে সে শিরক করিয়াছে। যে দেখাইবার জন্য সদকা করিয়াছে সে শিরক করিয়াছে। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ যাহাদিগকে দেখাইবার জন্য এই সমস্ত আমল করিয়াছে তাহাদিগকে আল্লাহ তায়ালার শরীক বানাইয়া লইয়াছে। এমতাবস্থায় এই সমস্ত আমল আল্লাহ তায়ালার জন্য থাকে না, বরং ঐ সমস্ত লোকদের জন্য হইয়া যায় যাহাদিগকে দেখাইবার জন্য করা হয় এবং এই সমস্ত আমলকারী সওয়াবের পরিবর্তে আযাবের উপযুক্ত হইয়া যায়।

৫১- عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ بَكَى، فَقِيْلَ لَهُ: مَا يُبْكِيْكَ؟ قَالَ: شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُهُ، فَذَكَرْتُهُ، فَأَبْكَانِيْ، سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: أَتَخَوَّفُ عَلٰى أُمَّتِي الشِّرْكَ وَالشَّهْوَةَ الْخَفِيَّةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَتُشْرِكُ أُمَّتُكَ مِنْ بَعْدِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَمَا إِنَّهُمْ لَا يَعْبُدُوْنَ شَمْسًا، وَلَا قَمَرًا، وَلَا حَجَرًا، وَلَا وَثَنًا، وَلٰكِنْ يُرَاؤُوْنَ بِأَعْمَالِهِمْ، وَالشَّهْوَةُ الْخَفِيَّةُ أَنْ يُصْبِحَ أَحَدُهُمْ صَائِمًا فَتَعْرِضُ لَهُ شَهْوَةٌ مِنْ شَهَوَاتِهِ فَيَتْرُكُ صَوْمَهُ.

رواه أحمد ٤/١٢٤

৫১. হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস (রাযিঃ) সম্পর্কে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, একদিন তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। লোকেরা তাহার নিকট কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দিলেন যে, আমার একটি কথা স্মরণ হইয়াছে, যাহা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করিতে শুনিয়াছিলাম। সেই কথা আমাকে কাঁদাইয়াছে। আমি তাঁহাকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, আমার আপন উম্মতের ব্যাপারে শিরক ও শাহ্‌ওয়াতে খাফিয়্যাহ (অর্থাৎ গোপন খাহেশ) এর ভয় হইতেছে। হযরত শাদ্দাদ (রাযিঃ) বলেন, আমি আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আপনার পরে কি আপনার উম্মত শিরকে লিপ্ত হইয়া যাইবে? তিনি এরশাদ করিলেন, হাঁ, (কিন্তু) তাহারা না সূর্য চন্দ্রের এবাদত করিবে, আর না কোন পাথর বা মূর্তির, বরং আপন আমলের মধ্যে রিয়াকারী করিবে। শাহওয়াতে খাফিয়্যাহ এই যে, তোমাদের মধ্যে

কেহ সকালে রোযা রাখিয়াছে, পরে তাহার সম্মুখে এমন কোন জিনিস আসিয়াছে যাহা তাহার পছন্দনীয়, উহার কারণে সে নিজের রোযা ভাঙ্গিয়া ফেলে (এবং এইভাবে নিজের খাহেশ পুরা করিয়া লয়)। (মুসনাদে আহমাদ)

৫২- عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَكُوْنُ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ أَقْوَامٌ إِخْوَانُ الْعَلَانِيَةِ أَعْدَاءُ السَّرِيْرَةِ، فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! فَكَيْفَ يَكُوْنُ ذٰلِكَ؟ قَالَ: ذٰلِكَ بِرَغْبَةِ بَعْضِهِمْ إِلٰى بَعْضٍ وَرَهْبَةِ بَعْضِهِمْ إِلٰى بَعْضٍ. رواه أحمد ٥/٢٣٥

৫২. হযরত মুআয (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শেষ যামানায় এমন লোক হইবে যাহারা বাহ্যিক রূপে বন্ধু হইবে কিন্তু ভিতরগতভাবে দুশমন হইবে। আরজ করা হইল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এরূপ কেন হইবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিলেন, পরস্পর স্বার্থের কারণে বাহ্যিক বন্ধুত্ব হইবে, আর ভিতরের দুশমনির কারণে তাহারাই একে অপর হইতে ভীত থাকিবে। (মুসনাদে আহমাদ)

ফায়দা ঃ অর্থাৎ মানুষের বন্ধুত্ব ও দুশমনীর ভিত্তি ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর হইবে। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হইবে না।

৫৩- عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: يٰأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا هٰذَا الشِّرْكَ، فَإِنَّهُ أَخْفٰى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ، فَقَالَ لَهُ مَنْ شَاءَ اللّٰهُ أَنْ يَقُوْلَ: وَكَيْفَ نَتَّقِيْهِ وَهُوَ أَخْفٰى مِنْ دَبِيْبِ النَّمْلِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: قُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ.

رواه أحمد ٤/٤٠٣

৫৩. হযরত আবু মূসা আশআরী (রাযিঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদিগকে বয়ান করিলেন। উহাতে তিনি এই এরশাদ করিলেন যে, এই শিরক (রিয়াকারী) হইতে বাঁচিতে থাক। কেননা ইহা পিঁপড়ার চলার আওয়াজ হইতেও অধিক গোপনীয় হয়। এক ব্যক্তির অন্তরে প্রশ্ন জাগিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমরা উহা হইতে কিভাবে বাঁচিব যখন উহা পিঁপড়ার চলার আওয়াজ হইতেও অধিক গোপনীয়? তিনি এরশাদ করিলেন, ইহা পড়িতে

থাক—

اللّٰهُمَّ! إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ أَنْ نُشْرِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ، وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ،

অর্থ ঃ আয় আল্লাহ, আমরা আপনার নিকট ঐ শিরক হইতে পানাহ চাহিতেছি যাহা আমরা জানি এবং আপনার নিকট ক্ষমা চাহিতেছি ঐ শিরক হইতে যাহা আমরা জানি না। (মুসনাদে আহমাদ)

٥٤- عَنْ أَبِىْ بَرْزَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّمَا أَخْشٰى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِىْ بُطُوْنِكُمْ وَفُرُوْجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْهَوٰى.

رواه أحمد والبزار والطبرانى فى الثلاثة ورجاله رجال الصحيح لأن أبا الحكم البنانى الراوى عن أبى برزة بيّنه الطبرانى، فقال: عن أبى الحكم، هو على بن الحكم، وقد روى له البخارى وأصحاب السنن، مجمع الزوائد ١/٤٤٦

৫৪. হযরত আবু বারযাহ (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, তোমাদের উপর আমার আশঙ্কা হয় যে, তোমরা এমন পথভ্রষ্টকারী খাহেশে লিপ্ত হইয়া যাও যাহার সম্পর্ক তোমাদের পেট ও লজ্জাস্থানের সহিত রহিয়াছে। (যেমন হারাম খাওয়া, ব্যভিচার করা ইত্যাদি) আর এমন খাহেশাতে পড়িয়া যাও, যাহা (তোমাদিগকে সত্যপথ হইতে সরাইয়া) গোমরাহীর দিকে লইয়া যায়। (মুসনাদে আহমাদ, বায্যার, তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٥٥- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ: مَنْ سَمَّعَ النَّاسَ بِعَمَلِهِ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ سَامِعَ خَلْقِهِ، وَصَغَّرَهُ، وَحَقَّرَهُ. رواه الطبرانى فى الكبير وأحد أسانيد الطبرانى فى الكبير رجال الصحيح، مجمع الزوائد ١٠/٣٨١

৫৫. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এরশাদ করিতে শুনিয়াছি যে, যে ব্যক্তি নিজের আমলকে লোকদের মধ্যে প্রচার করিবে আল্লাহ তায়ালা তাহার রিয়াযুক্ত আমল আপন মাখলুকের কান পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবেন (যে, এই ব্যক্তি রিয়াকার) এবং তাহাকে লোকদের দৃষ্টিতে নিকৃষ্ট ও হেয় প্রতিপন্ন করিয়া দিবেন। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٥٦- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُوْمُ فِى الدُّنْيَا مَقَامَ سُمْعَةٍ وَرِيَاءٍ إِلَّا سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ عَلٰى رُؤُوْسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه الطبرانى وإسناده حسن، مجمع الزوائد ١٠/٣٨٣

৫৬. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে বান্দা দুনিয়াতে প্রসিদ্ধ হওয়া ও দেখানোর জন্য কোন আমল করিবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন সমস্ত মাখলুকের সামনে শুনাইয়া দিবেন (যে, এই ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য নেক আমল করিয়াছিল, যদ্দরুন সে অপমানিত হইবে)। (তাবারানী, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٥٧- عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: يُؤْتٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصُحُفٍ مُخَتَّمَةٍ، فَتُنْصَبُ بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى، فَيَقُوْلُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: أَلْقُوا هٰذِهِ وَاقْبَلُوا هٰذِهِ، فَتَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ: وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ، مَا رَأَيْنَا إِلَّا خَيْرًا، فَيَقُوْلُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: إِنَّ هٰذَا كَانَ لِغَيْرِ وَجْهِىْ، وَإِنِّىْ لَا أَقْبَلُ الْيَوْمَ إِلَّا مَا ابْتُغِىَ بِهِ وَجْهِىْ. وَفِىْ رِوَايَةٍ: فَتَقُوْلُ الْمَلَائِكَةُ: وَعِزَّتِكَ، مَا كَتَبْنَا إِلَّا مَا عَمِلَ، قَالَ: صَدَقْتُمْ، إِنَّ عَمَلَهُ كَانَ لِغَيْرِ وَجْهِىْ. رواه الطبرانى فى الأوسط بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح، ورواه البزار، مجمع الزوائد ١٠/٦٣٥

৫৭. হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কেয়ামতের দিন মোহরযুক্ত আমলনামা আনা হইবে এবং তাহা আল্লাহ তায়ালার সম্মুখে পেশ করা হইবে। আল্লাহ তায়ালা কোন কোন লোকের আমলনামা সম্পর্কে বলিবেন, ইহা কবুল করিয়া লও। আর কোন কোন লোকের আমলনামা সম্পর্কে বলিবেন, ইহা ফেলিয়া দাও। ফেরেশতাগণ আরজ করিবেন, আপনার ইজ্জত ও বুযুর্গির কসম, আমরা তো এই সমস্ত আমলনামার মধ্যে ভাল ছাড়া অন্য কিছু দেখি নাই। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, তাহারা এই সমস্ত আমল আমার জন্য করিয়াছিল না, আর আমি আজকের দিনে সেই আমলকেই কবুল করিব যাহা শুধু আমার

সন্তুষ্টির জন্য করা হইয়াছিল।

এক রেওয়ায়াতে আছে, ফেরেশতাগণ আরজ করিবেন, আপনার ইজ্জতের কসম, আমরা তো তাহাই লিখিয়াছি যাহা সে আমল করিয়াছে (এবং সেই সবই নেক ও ভাল আমল)। আল্লাহ তায়ালা বলিবেন, হে ফেরেশতাগণ, তোমরা সত্য বলিতেছ, কিন্তু তাহার আমলসমূহ আমার সন্তুষ্টি ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ছিল।

(তাবারানী, বাযযার, মাজমায়ে যাওয়ায়েদ)

٥٨- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: وَأَمَّا الْمُهْلِكَاتُ: فَشُحٌّ مُطَاعٌ، وَهَوًى مُتَّبَعٌ، وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ. (وهو طرف من الحديث) رواه البزار واللفظ له والبيهقى وغيرهما وهو مروى عن جماعة من الصحابة، وأسانيده وإن كان لا يسلم شئ منها من مقال فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى، الترغيب ٢٨٦/١

৫৮. হযরত আনাস (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, ধ্বংসকর জিনিসসমূহ এই—এমন কৃপণতা যাহার আনুগত্য করা হয়—অর্থাৎ কৃপণতা করা, নফসের এমন খাহেশ যাহার অনুসরণ করা হয়, এবং মানুষের নিজেকে নিজে উত্তম মনে করা। (বাযযার, বাইহাকী, তরগীব)

٥٩- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مِنْ أَسْوَءِ النَّاسِ مَنْزِلَةً مَنْ أَذْهَبَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَا غَيْرِهِ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان ٣٥٨/٥

৫৯. হযরত আবু হোরায়রা (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, নিকৃষ্টতম ব্যক্তি সে যে অন্যের দুনিয়ার জন্য নিজের আখেরাতকে বরবাদ করে। অর্থাৎ অন্যকে দুনিয়াবী ফায়দা পৌঁছাইবার জন্য আল্লাহ তায়ালার অসন্তুষ্টির কাজ করিয়া নিজের আখেরাতকে নষ্ট করে। (বাইহাকী)

٦٠- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنِّى أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلٰى هٰذِهِ الْأُمَّةِ مُنَافِقٌ عَلِيْمُ اللِّسَانِ. رواه البيهقى فى شعب الإيمان ٢٨٤/٢

৬০. হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, এই উম্মতের উপর আমার সর্বাপেক্ষা বেশী ভয় হয় সেই মুনাফেকের, যে জিহ্বার আলেম হয়। (এলেমের কথা বলে, কিন্তু ঈমান ও আমল হইতে খালি হয়।) (বাইহাকী)

ফায়দা ঃ এখানে মুনাফেক দ্বারা উদ্দেশ্য, রিয়াকার ফাসেক।

(মাজাহিরে হক)

٦١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ الْخُزَاعِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ: مَنْ قَامَ رِيَاءً وَسُمْعَةً لَمْ يَزَلْ فِىْ مَقْتِ اللّٰهِ حَتّٰى يَجْلِسَ. تفسير ابن كثير ١١٦/٣

৬১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস খুযাঈ (রাযিঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি লোক দেখানো বা পরিচিত হওয়ার জন্য কোন নেক আমলে মশগুল হয় যতক্ষণ সে এই নিয়ত পরিত্যাগ না করে আল্লাহ তায়ালার অত্যন্ত অসন্তুষ্টির মধ্যে থাকে। (তফসীরে ইবনে কাসির)

٦٢- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِى الدُّنْيَا، أَلْبَسَهُ اللّٰهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ أَلْهَبَ فِيْهِ نَارًا. رواه ابن ماجه، باب من لبس شهرة من الثياب، رقم: ٣٦٠٧

৬২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে নাম, যশের পোশাক পরিধান করিবে আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন তাহাকে অপমানের পোশাক পরিধান করাইয়া উহাতে আগুন ধরাইয়া দিবেন। (ইবনে মাজাহ)

।।।।।